Contents

দিগদর্শন

২

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

www.ahlehadeethbd.org

দিগদর্শন-২

(সম্পাদকীয় সংকলন)

[১২/১ সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৮ হ'তে ১৮/১২ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত]

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده-

প্রকাশকের নিবেদন

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা **মাসিক আত-তাহরীক**-এর শুরু হয়েছিল **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুখপত্র হিসাবে। যা ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দিক নির্দেশনা প্রদান করে। দেশের সার্বিক সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে 'আত-তাহরীক' তার আপোষহীন ভূমিকা শুরু থেকে এ যাবৎ অব্যাহত গতিতে পালন করে যাচ্ছে। যার সুফল দেশে ও দেশের বাইরে সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। জাতি গতানুগতিকতা ছেড়ে পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে জামা'আতবদ্ধভাবে এগিয়ে চলেছে। জাতীয় জীবনে সংস্কারের এক নতুন স্পন্দন শুরু হয়েছে।

এই আন্দোলনের মুহতারাম আমীরে জামা'আত পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসাবে নিজেই এর সম্পাদকীয় সমূহ লিখতেন এবং আজও লিখে চলেছেন। তবে মাঝে-মধ্যে সাথীদের দিয়ে লিখাতেন তাদের হাত পাকা করার জন্য। যার সুফল তিনি পেয়েছিলেন যখন তিনি দীর্ঘদিন কারাগারে থাকা সত্ত্বেও তাঁর হাতে গড়া সাথীরা সৎসাহসের সাথে পত্রিকা চালিয়ে গেছেন। একটি সংখ্যাও বন্ধ হয়নি। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

ইতিপূর্বে আমরা মাননীয় প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের কারাগার-পূর্ব ৭৯টি সম্পাদকীয় (সেপ্টেম্বর ১৯৯৭-মার্চ ২০০৫ইং) নিয়ে ১০টি শিরোনামে একত্রিতভাবে দিগদর্শন-১ প্রকাশ করেছি। এক্ষণে তাঁর কারামুক্তির পর থেকে সেপ্টেম্বর'১৫ পর্যন্ত লিখিত ৭২টি সম্পাদকীয় নিয়ে দিগদর্শন-২ বের করলাম। যেগুলি ১০টি শিরোনামে ভাগ করা হয়েছে।

সম্পাদকীয় হ'ল আন্দোলনের প্রাণ। এর মাধ্যমে যেমন আন্দোলন-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যাবে, তেমনি অনেক পুরানো তথ্যাবলী সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে। সে দিক বিবেচনায় সম্পাদকীয় সমূহ হ'ল স্ব স্ব সময়ের দর্পণ স্বরূপ। জ্ঞানী পাঠকের নিকট তা মূল্যবান খোরাক হবে বলে আমরা আশা করি। ইতিপূর্বে 'দর্শন' বিষয়ক ১৬টি সম্পাদকীয় নিয়ে 'জীবন দর্শন' নামে প্রকাশিত বইটি সকলের অন্তর কেড়েছে। দিগদর্শন-১ একইভাবে সাড়া জাগিয়েছে। আশা করি দিগদর্শন-২ বিদগ্ধ পাঠকগণের সম্মুখে সমাজ পরিবর্তনে নতুন চিন্তার দুয়ার সমূহ খুলে দিবে। আল্লাহ মাননীয় লেখককে এবং গবেষণা বিভাগ ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ইহকালে ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন -আমীন!

বিনীত

-প্রকাশক

সূচীপত্র (المحتويات)

প্রকাশকের নিবেদন

ধর্মীয় ৭

আলোর পথ ৭

হে মানুষ! ফিরে চলো তোমার প্রভুর পানে ১১

আইলার আঘাত : এলাহী কষাঘাত : আমাদের করণীয় ১৩

হকিং-এর পরকাল তত্ত্ব ১৬

অহি-র বিধান বনাম মানব রচিত বিধান ১৯

ইসলামের বিজয় অপ্রতিরোধ্য ২৪

কল্যাণের অভিযাত্রী ২৭

আহলেহাদীছ আন্দোলন ৩১

আদর্শ চির অম্লান ৩১

আহলেহাদীছ আন্দোলন যুগে যুগে ৩৩

আমি চাই ৩৮

৮ বছর ৮ মাস ২৮ দিন ৩৯

সত্যের বিজয় অবধারিত ৪৩

আহলেহাদীছ তাবলীগী ইজতেমা ৪৬

মুসলিম ও আহলেহাদীছ ৪৯

শিক্ষা বিষয়ক ৫২

শিক্ষা দর্শন ও কিছু প্রস্তাবনা ৫২

শিক্ষার মান ৫৮

জাতীয় ইস্যু ৬২

আমরা শোকাহত, স্তম্ভিত, শংকিত ৬২

আইলার আঘাতে লণ্ডভণ্ড খুলনা উপকূল ৬৮

বিশ্বজিৎ ও আমরা ৬৯

নৈতিক অবক্ষয় প্রতিরোধের উপায় ৭৩

হে মানুষ আল্লাহকে ভয় কর! ৭৭

মৌলিক পরিবর্তন কাম্য ৮১

Contents

নাস্তিক্যবাদ ৮৬
নমরূদী হুংকার! ৮৮
তবে কি বাংলাদেশ একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র? ৯০
আর কেন? এবার জনগণের কাছে আসুন! ৯৩
অপসংস্কৃতি ৯৭
নষ্ট সংস্কৃতি ৯৭
বড় দিন ১০৩
সামাজিক ১০৮
সমঝোতা ও শান্তি ১০৮
প্রস্তাবিত নারী উন্নয়ন নীতিমালা ১১২
বুটের তলায় পিষ্ট মানবতা ১২০
নৈতিকতা ও উন্নয়ন ১২৪
বাঁচার পথ ১২৭
কোয়ান্টাম মেথড : একটি শয়তানী ফাঁদ ১৩১
চাই লক্ষ্য নির্ধারণ ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ ১৪২
নীরব ঘাতক মোবাইল টাওয়ার থেকে সাবধান! ১৪৫
বিশ্বকাপ না বিশ্বনাশ? ১৪৮
আত্মহত্যা করবেন না ১৫১
চরিত্রবান মানুষ ও নেতা কাম্য ১৫৫
১লা বৈশাখ ও নারীর বস্ত্রহরণ ১৫৯
আল্লাহদ্রোহীদের আস্ফালন ও মুসলমানদের সরকার ১৬২
নৃশংসতার প্রাদুর্ভাব : কারণ ও প্রতিকার ১৬৬
অর্থনৈতিক ১৬৯
শেয়ার বাজার ১৬৯
পুঁজিবাদের চূড়ায় ধস ১৭৩
রাজনৈতিক ১৭৭
মযলূমের অধিকার ১৭৭
মুমিনের সংগ্রাম আক্বীদা ও বিশ্বাসের সংগ্রাম ১৮০
মানবতার শেষ আশ্রয় ইসলাম ১৮৪
নির্বাচনী যুদ্ধ ১৮৭

Contents

গণজোয়ার ও গণঅভ্যুত্থান	১৯১
মিসকীন ওবামা, ভিকটিম ওসামা, সাবধান বাংলাদেশ	১৯৫
বাংলাদেশের সংবিধান হৌক ইসলাম	২০০
দল ও প্রার্থী বিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করুন!	২০৪
দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করুন	২০৬
মাননীয় সিইসি সমীপে	২১১
নেতৃবৃন্দের সমীপে	২১৪
গিনিপিগ	২১৭
নির্বাচনী দ্বন্দ্ব নিরসনে আমাদের প্রস্তাব	২২২
ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ	২২৬
আমরাও আল্লাহকে বলে দেব	২২৯
উপযেলা নির্বাচন	২৩২
আন্তর্জাতিক	২৩৫
গাযায় লুণ্ঠিত মানবতা : বিশ্ব বিবেক জাগ্রত হও	২৩৫
টিপাইমুখ বাঁধ : আরেকটি ফারাক্কা	২৩৭
চলে গেলেন আফ্রিকার সিংহ	২৪২
রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান কাম্য	২৪৬
আসামে মুসলিম নিধন	২৫৩
ইনোসেন্স অফ মুসলিম্স	২৫৬
আমেরিকার নির্বাচন	২৬৩
মুরসির বিদায়	২৬৭
মালালা ও নাবীলা : ইতিহাসের দু'টি ভিন্ন চিত্র	২৭৩
নেপালের ভূমিকম্প ও আমাদের শিক্ষণীয়	২৭৬
মুসলিম বিশ্ব	২৮০
গাযায় গণহত্যা ইহূদীবাদীদের পতনঘণ্টা	২৮০
উন্মত্ত হিংসার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ	২৮৩

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুছাল্লী ‘আলা রাসূলিহিল কারীম

ধর্মীয়

১. আলোর পথ

মানুষকে আল্লাহ জ্ঞানসম্পন্ন প্রাণী হিসাবে সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। সেই সাথে তার জ্ঞানের পরীক্ষার জন্য ইবলীসকে পাঠিয়েছেন। তাকে অনুমতি ও ক্ষমতা দিয়েছেন বিভিন্ন যুক্তিতর্কে ও প্রলোভনে মানুষকে তার সুস্থ জ্ঞান ও বিবেক থেকে বিভ্রান্ত করতে। বান্দা যেন শয়তানের ফাঁদে পড়ে বিপথে না যায় সেজন্য আল্লাহ দয়া করে যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে তাঁর হেদায়াত সমূহ প্রেরণ করেছেন। যারা তার অনুসরণ করবে তারা সুপথে থাকবে। আর যারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তারা শয়তানের তাবেদার হবে। মূলতঃ এটাই হ’ল পরীক্ষা। এর মাধ্যমেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হবে এবং পরকালে জান্নাত-জাহান্নাম নির্দিষ্ট হবে। আল্লাহ্‌র দেখানো পথ হ’ল ছিরাতে মুস্তাক্বীম বা সরল পথ। যাকে হাদীছে ‘উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ’[১] তথা আলোর পথ বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তানের পথকে কুরআনে ‘জাহেলিয়াত’ ও ‘যুলুমাত’[২] অর্থাৎ মূর্খতা ও অন্ধকারের পথ বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা‘আলা ছিরাতে মুস্তাক্বীমের একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। যেমন একটি সোজা রাস্তা, যার দু’পাশে খাড়া প্রাচীর রয়েছে। তাতে খোলা দরজা সমূহ রয়েছে। যাতে পর্দা ঝুলানো আছে। রাস্তার মাথায় একজন আহ্বানকারী আছেন, যিনি লোকদের ডেকে বলছেন, তোমরা সোজা পথ ধরে এসো, আঁকাবাঁকা পথে নয়। তার উপরে আরেকজন আহ্বানকারী আছেন যে সর্বদা তাকে আহ্বান করে। যখনই বান্দা ডান-বামের দরজা খুলতে চেষ্টা করে, তখনই তাকে ডাক দিয়ে বলে, সর্বনাশ দরজা খুলো না। কেননা একবার খুললেই তুমি তাতে ঢুকে পড়বে। অতঃপর উদাহরণটির ব্যাখ্যা দিয়ে

১. আহমাদ হা/১৫১৯৫; মিশকাত হা/১৭৭, সনদ হাসান।

২. আলে ইমরান ৩/১৫৪, মায়েদাহ ৫/৫০; বাক্বারাহ ২/২৭৭।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, সরল পথটি হ'ল 'ইসলাম'। খোলা দরজাগুলি হ'ল আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ। ঝুলানো পর্দাগুলি হ'ল আল্লাহর সীমারেখা সমূহ। রাস্তার মাথায় আহ্বানকারী হ'ল 'কুরআন'। আর তার উপরে আহ্বানকারী হ'ল আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে উপদেশদাতা, যা প্রত্যেক মুমিনের হৃদয়ে বিরাজ করে'।[৩] এই উপদেশদাতাকে কুরআনে 'নফসে লাউয়ামাহ' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২)* অর্থাৎ তিরস্কারকারী নফস বলা হয়েছে। এটাই হ'ল সুস্থ বিবেকের তাড়না বা কষাঘাত। যদি আল্লাহ এটা না করতেন, তাহ'লে সারা পৃথিবীতে শয়তানের একচেটিয়া রাজত্ব কায়েম হয়ে যেত। বিবেক ও মনের দ্বন্দ্বে যখন মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে, কুরআন ও হাদীছ তথা আল্লাহ্র অহী তখন তাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়। এর বাইরের পথ দুনিয়াবী প্রলোভনের পথ, তাগূত ও শয়তানের পথ। যারা দুনিয়ায় মঙ্গল ও আখেরাতে মুক্তি চায়, তারা অহীর পথ আঁকড়ে ধরে থাকে এবং শয়তানী ধোঁকা হ'তে দূরে থাকে।

বিভিন্ন নামে ও মুখোশে শয়তান যুগে যুগে তার প্রতারণার জাল বিস্তার করেছে। কখনো শয়তান সাময়িকভাবে জয়ী হ'লেও চূড়ান্ত বিচারে সে সর্বদা পরাজিত। তার কৌশল সর্বদা দুর্বল *(নিসা ৪/৭৬)*। বিগত যুগের 'আদ, ছামূদ, নমরূদ ও ফেরাউনরা যেমন ধ্বংস হয়েছে, এযুগের ফেরাউনরাও তেমনি সর্বদা মার খাচ্ছে ও খাবে। কিন্তু শয়তানের তাবেদাররা এগুলো অনুধাবন করতে চায় না। তারা সিডর-নার্গিস, ঝড়-বন্যাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে এবং যালেম নেতা-নেত্রীদের চূড়ান্ত পরিণতিকে রাজনৈতিক বিপর্যয় বলে। এসবের পিছনে আল্লাহ্র নির্দেশ যে কার্যকরী আছে, সেকথা এরা অন্তর থেকে বিশ্বাস করে না।

সম্প্রতি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নেতৃবৃন্দের উপর দিয়ে যে নির্যাতনের ঝড় বয়ে গেল, তাতে নিরপরাধ নেতা-কর্মীদের সাময়িক কষ্ট হ'লেও তাদের ঈমান বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটাকে তারা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তাদের ঈমানের পরীক্ষা বলে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন। এর বিনিময়ে তারা পরকালে নাজাতের আশা করেন। তারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র উপরে ভরসা করেছিলেন। তাই আল্লাহ তাদের হৃদয়ের কান্না শুনেছিলেন।

৩. আহমাদ হা/১৭৬৭১; মিশকাত হা/১৯১, সনদ ছহীহ।

ফলে নির্যাতনকারীদের উপরে আল্লাহ্র যে কঠোর শাস্তি ও মর্মান্তিক দুনিয়াবী গযব নেমে এসেছে এবং যা এখনও অব্যাহত রয়েছে, তার দৃষ্টান্ত নিকট অতীতে কোন দেশে আছে কি? বাংলাদেশে এমন কোন রাজনৈতিক শক্তি ছিল না, যারা ওদের টুটি চেপে ধরতে পারত। তাই ঈমানদার মযলূমদের পক্ষে আল্লাহ নিজ হাতেই ওদের দমন করেছেন। এরপরেও কি লোকদের চোখ খুলবে না?... বস্তুতঃ ঈমানদারগণকে সাহায্য করা আল্লাহ্র দায়িত্ব *(রূম ৩০/৪৭)*।

ইসলামের অনুসারীদেরকে প্রকৃত ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নেবার জন্য শত্রুরা নিত্যনতুন মতবাদের জন্ম দেয় ও মুসলিম দেশগুলিতে তার পরীক্ষা চালায়। এজন্য তারা ব্যয় করে অঢেল অর্থ। তাদের সর্বোচ্চ থিংক ট্যাঙ্কের সাম্প্রতিক রিপোর্ট (২০০৭) অনুসারে, পাশ্চাত্যের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় পার্টনার হ'ল মুসলমানদের মধ্যকার চারটি দল : ধর্মনিরপেক্ষ (Secularists), উদারপন্থী (Liberals), মডারেট সুন্নী (Moderate traditionalists) এবং ছূফী (Sufis)। এখানে 'মডারেট' বলতে ঐসব সুন্নীদের বুঝানো হয়েছে, যারা সুবিধাবাদী চরিত্রের লোক। যাদের নিকট সবকিছুই হযমযোগ্য। তাদের ভাষায় They are natural allies of the west অর্থাৎ 'তারা হ'ল পাশ্চাত্যের স্বাভাবিক মিত্র'। অপরদিকে তারা সালাফীদের 'মৌলবাদী' (Fundamentalists) বলেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে অন্য সকল দলকে সর্বপ্রকারের সাহায্য করার জন্য মার্কিন সরকারকে ও পাশ্চাত্য শক্তিবলয়কে পরামর্শ দিয়েছেন। দেড় শতাধিক পৃষ্ঠার দীর্ঘ এই রিপোর্টে সালাফীদের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার সত্ত্বেও এক স্থানে গবেষকগণ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, Over the long term, the social costs of the spread of the salafi movement to the masses would be very high. অর্থাৎ 'দূর ভবিষ্যতে সালাফী দাওয়াত প্রসারের সামাজিক মূল্য জনগণের মাঝে অতি উচ্চে অবস্থান নিবে'। শুধু তাই নয়, রিপোর্টের শেষে পাশ্চাত্যের পোষ্য কিছু মুসলিম নামধারী লোকদের দিয়ে মুসলমানদের আহ্বান জানানো হয়েছে অন্ধকারের পথ ছেড়ে আলোর পথে ফিরে আসার জন্য। আর আহ্বানকারী হিসাবে যে ১২ জনের নাম রয়েছে, তাদের মধ্যে আছে তাসলীমা নাসরীন, সালমান রুশদী, মারিয়াম নামাযী, মেহদী মুযাফফরী, আইয়ান হিরসী আলী প্রমুখ ধিকৃত লোকগুলি।

পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে একমাত্র সালাফীরাই আছে অন্ধকারে। বাকী সব মুসলিম দল ফিরে গেছে তাদের দেখানো তথাকথিত আলোর পথে। আসলে কি তাই? অথচ ইসলামে মডারেট ও মৌলবাদী বলে কোন ভাগ নেই। কুরআন ও হাদীছের যথার্থ অনুসারী ব্যক্তিই হ'লেন প্রকৃত মুসলিম। আর সেকারণেই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নেতৃবৃন্দের উপরে নেমে এসেছে নির্যাতনের স্টীম রোলার বিদেশী শক্তিবলয়ের স্বার্থরক্ষাকারী এদেশীয় সরকারের মাধ্যমে। তাই এ মুহূর্তে নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাসী পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী ঈমানদার ভাইদের কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তারা নির্যাতনের ভয়ে শত্রুদের পাতানো ফাঁদে পা দিবেন? নাকি নিজ আক্বীদা ও আমলের উপরে দৃঢ় থাকবেন? তারা সুদৃঢ় সাংগঠনিক ঐক্যের মাধ্যমে বাতিল শক্তির মুকাবিলা করবেন, নাকি শয়তানী মতবাদের সামনে আত্মসমর্পণ করবেন? এরূপ কঠিন সংকট মুহূর্তে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে যেকথা শুনিয়েছিলেন, আমরাও আমাদের সাথী ভাই-বোনদের সেকথা শুনাতে চাই। আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, 'ইহূদী-নাছারারা কখনোই তোমার উপর সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে। তুমি বল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র দেখানো পথই সঠিক পথ। আর যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তোমার নিকটে (অহি-র) জ্ঞান এসে যাওয়ার পরেও, তবে আল্লাহ্র কবল থেকে তোমাকে বাঁচাবার মতো কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই' *(বাক্বারাহ ২/১২০)*। আমরা সর্বদা আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করি এবং তাঁর আশ্রয় ভিক্ষা করি। আল্লাহ প্রেরিত 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দেখানো পথকেই আমরা ছিরাতে মুস্তাক্বীম বা সরল পথ মনে করি। শয়তানের দেখানো আঁকাবাঁকা পথে আমরা যেতে চাই না। যুগের পরিবর্তনে ইসলামের কোন পরিবর্তন হয় না। বরং ইসলাম যুগকে পরিবর্তন করে। এটাই হ'ল চিরন্তন আলোর পথ। আর এপথের শেষ ঠিকানা হ'ল জান্নাত। বাকী সবই অন্ধকারের পথ। যার ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। আল্লাহ আমাদেরকে সর্বদা ছিরাতে মুস্তাক্বীমের আলোকোজ্জ্বল রাজপথে সুদৃঢ় রাখুন- আমীন![৪]

৪. ১২তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৮।
দীর্ঘ ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন হাজতের নামে কারা নির্যাতন ভোগের পর ২৮শে আগষ্ট'০৮ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব বগুড়া যেলা কারাগার থেকে যামিনে বের হয়ে এটাই ছিল আমীরে জামা'আতের প্রথম সম্পাদকীয়।- প্রকাশক।